সূ চি প ত্র

মাহেন্দ্রানী ১১

ছবি কথা বলে ৭৩

সংরক্ষিত মৃতদেহ ১৩৫

মাহেন্দ্রানী

বছর তিনেক আগে ভয়ংকর রকম অবসাদে ভুগতে শুরু করে ধ্রুব। অনেক চিকিৎসা করেও মানসিক পরিস্থিতির কোনো উন্নতি ওর চোখে পড়ে না। নিজের সঙ্গে লড়তে লড়তে একদিন হাঁপিয়ে গিয়ে বাড়ি, মোটা মাইনের চাকরি সব ছেড়ে হাঁটা দেয় নিরুদ্দেশের পথে। কিছুদিন এদিক -সেদিক ঘুরে বেড়িয়ে একসময় ধ্রুবর মনে হয় যে কোনো তীর্থ স্থানে গেলে বোধহয় সে মানসিক শান্তি পাবে। শুরু হয়ে তার তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়ানো। এরকমই ঘুরতে ঘুরতে একদিন হরিদ্বারে তার দেখা হয়ে যায় স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে। সারদানন্দের বাণী তার অশান্ত মনকে অনেকটা শান্ত করে দেয়। ক'টা দিন সারদানন্দের সঙ্গে হরিদ্বারে কাটানোর পর একদিন সারদানন্দের সঙ্গেই ধ্রুব এগিয়ে যায় রুদ্রপ্রয়াগের পথে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গুপ্তকাশী হয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে কদিনের বিশ্রামের পর প্রায় সতেরো কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ওরা পৌঁছায় চোরাবারি তালে। এক অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। প্রকৃতি যেন নিজের সর্বস্ব দিয়ে সাজিয়েছে জায়গাটাকে। চোরাবারি তালে কাচের মতো জল, দূরের পাহাড়ের মাথায় বরফের আবরণ জায়গাটার সৌন্দর্যকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এখান থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে ঘাঁটি গাড়ে সারদানন্দ। অবাক হয়ে দেখে ধ্রুব যে ওখানে আগে থেকেই বানানো ছিল একটা ছোটো মতো

ঘর। সারদানন্দের কাছে জানতে পারে যে অনেক সময় পাহাড়ি মানুষ পশু চরাতে এসে যেখানে ঘাস পায় সেখানে এইরকম ঘর বানিয়ে থেকে যায় কিছুদিন। ওই ঘরটাকেই পরিষ্কার পরিপাটি করে থাকার যোগ্য করে তোলে সে। তারপর ওখানে সারদানন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দেয় দুটো বছর। সারদানন্দের সঙ্গে থাকতে থাকতে শিখে নেয় বহু কিছু। ধীরে ধীরে ফিরে পায় মনের জোর। অবসাদগ্রস্ত মন আবার সতেজ হয়। জীবনের প্রতি বদলে যায় ওর দৃষ্টিভঙ্গি। এই সবের সঙ্গে ধ্রুব সারদানন্দের কাছ থেকে শিখে নিয়েছিল হস্তরেখা বিচার করা। দিনগুলো ভালোই কাটছিল ধ্রুবর। কিন্তু একদিন সারদানন্দের কথায় ফিরে এল ধ্রুব জীবনের মূল ধারায়। প্রথমে আসতে চায়নি ধ্রুব। কিন্তু সারদানন্দ যখন বুঝিয়েছিলেন যে মানুষের সঙ্গে থেকে তাদের দুঃখ কষ্টকে দূর করাও এক রকম তপস্যা তখন আর দ্বিধা করেনি ধ্রুব। ফিরে এসেছিল সে। কিন্তু ফেরার আগে সারদানন্দ ধ্রুবর হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ছোট্ট একটা রুদ্রাক্ষ আর দিয়েছিল কিছু মন্ত্র। অবাক হয়ে দেখেছিল ধ্রুব সারদানন্দকে। মনে মনে ভেবেছিল যে সত্যিই কি এতটা শক্তির অধিকারী এই মানুষটা। দু-দুটো বছর এর সঙ্গে কাটিয়ে কতটাই বা জানতে পেরেছে এর সম্বন্ধে। যে রুদ্রাক্ষটা হাতে দিয়েছিল সেটাকে নিজের ঝোলায় ভরে যে মন্ত্রটা কানে দিয়েছিল সেটাকে মনের সিন্দুকে বন্ধ করে ফিরে এসেছিল ধ্রুব নিজের বাড়িতে। ছেলেকে ফিরে পেয়ে এক মুখ হাসি নিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল মা। চোখের জলের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল তার এতদিনের জমে থাকা দুঃখ। দাদার মন থেকেও নেমে গিয়েছিল অনেক দিনের চেপে থাকা পাথরটা। আদর করে বউদি তাকে রেঁধে-বেড়ে খাইয়েছিল তার প্রিয় খাবারগুলো। খবর পেয়ে ধবলাগুড়ি থেকে ফোন এসেছিল দিদি সুমিতার। কথা আর কান্না দুটোই চলেছিল ফোনে। তারপর ধ্রুবকে দেখতে চাওয়ার অনুরোধটা এসেছিল দিদির কাছ থেকে। ধ্রুবর নিজের ভেতরেও তো দিদিকে দেখতে পাওয়ার ইচ্ছেটা চাগাড় দিয়ে উঠেছিল। তাই আর দেরি না করে দুদিন পরের ময়ূরপঙ্খী এক্সপ্রেসের টিকিট কেটে ফেলল ধ্রুব। দুটো দিন বন্ধুবান্ধব পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে দেখা করতেই কেটে গেল। তারপর নির্দিষ্ট দিনে রাত প্রায় আটটা নাগাদ গিয়ে উঠল ট্রেনে। এক রাতের যাত্রা। সকাল সাতটায় নেমে পড়বে ধবলাগুড়িতে। যেখানেই যাক না কেন ধ্রুব নিজের সঙ্গে সারদানন্দর দেওয়া রুদ্রাক্ষটাকে নিয়ে যেত। যথারীতি দিদির বাড়ি যাওয়ার সময়ও ছোট্ট রুদ্রাক্ষটাকে ভরে নিয়েছিল নিজের মানিব্যাগের একটা ছোটো খাপে। সামনের বার্থের লোকটি ট্রেন চলার পর থেকে

টুকটাক কথা বলেই যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে ধ্রুবও দু-এক কথা বলতে শুরু করল। কথায় কথায় আলাপ বেশ ভালোই জমে উঠল দুজনের। জানতে আর বাকি রইল না লোকটির ধ্রুব সম্পর্কে সব কিছু। ধ্রুব হাত দেখতে পারে জেনে লোকটির উৎসাহের আর অন্ত রইল না। ঝটপট নিজের হাতটাকে সামনে রাখল ধ্রুবর। খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখে ধ্রুবও ওর হাতটা তুলে নিল ওর নিজের হাতে। তাকাল সেদিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে। মিনিট পাঁচেকও গেল না মুখ তুলল ধ্রুব।

"কী দেখলেন মশাই?"

ধ্রুব কোনো উত্তর না দিয়ে আবার মনোযোগ সহকারে তাকাল ভদ্রলোকটির হাতের দিকে। মুখটা যেন শুকিয়ে গেল ধ্রুবর। লোকটি আবার প্রশ্ন করল,

"কী হলো, কিছু বলুন? ধরে রাখতে পারছি না যে মশাই নিজেকে।"

অন্যান্য বার্থের লোকজন মাঝেমধ্যেই ফিরছে ওদের দিকে। এই ব্যাপারটায় সবারই কৌতূহল থাকে। ওপরের বার্থ থেকে নেমে এল একটি লোক। ধ্রুব তাকাল তার দিকে। এক গাল হেসে সে বলে উঠল,

"আপনি হাত দেখতে পারেন বুঝি?"

ওপরের বার্থের লোকটির কথা শুনে যার হাত দেখছিল ধ্রুব সেই সামনের বার্থের লোকটি বলে উঠল,

"ধুর মশাই, দেখছেন তো আমার হাতটা দেখছেন উনি তারপরেও এমন প্রশ্নের কোনো মানে হয়?"

ওপরের বার্থের লোকটি মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল। সামনের বার্থের লোকটি আবার ফিরল ধ্রুবর দিকে,

"কই বলুন কী দেখলেন?"

ধ্রুব চটপট লোকটির হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল,

"খুব ভালো। কোনো অসুবিধে নেই।"

"কীসের অসুবিধে নেই?"

ধ্রুবর কথা শুনে প্রশ্ন করল লোকটি। লোকটির প্রশ্ন শুনে কি যে বলবে ধ্রুব কিছুই বুঝতে পারছিল না। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল ধ্রুব যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হবে ওর। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল ধ্রুবর। আচমকা ওপরের বার্থ থেকে নেমে আসা লোকটি এগিয়ে দিল তার নিজের হাত ধ্রুবর সামনে,

"একটু দেখুন না।"

মহা মুশকিলে পড়ল ধ্রুব। বেশ অস্বস্তির সঙ্গে সে টেনে নিল ওপরের